দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

11

চট্টগ্রামে ৪১ জন শিক্ষার্থীর বৃত্তির অর্থপ্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা

বান্দরবান সংবাদদাতা ॥ কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের বৃত্তিপ্রাপ্ত ৪১ জন ছাত্র-ছাত্রীর ৬ মাসের প্রাপ্য বৃত্তির অর্থ প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। তিন বছর মেয়াদী বৃত্তি ৬ মাস পর পর স্থানীয় হিসাব রক্ষণ অফিস হইতে বরাদ্দপত্রের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করিয়া স্কুল প্রধানের মাধ্যমে টাকা বিতরণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে উপ-পরিচালক মোঃ মতিউর রহমান গত ২৬শে জুন স্বাক্ষরিত চট্টগ্রাম বিভাগের সম্পূরক বৃত্তি-প্রাপ্ত ৪১ জন ছাত্র/ছাত্রীর বরাদ্দ-পত্র প্রত্যার্পণের মাধ্যমে পাঠানো হয়। এই বরাদ্দপত্রের চিঠি বান্দর-বান আসিয়া পৌঁছে ২৯শে জুন বিকালে। ৪১ জনের মধ্যে বান্দরবানে আছে ২৩ জন। বরাদ্দপত্রের ক্রমিক নং ১১-তে উল্লেখ আছে যে, এই বরাদ্দকৃত বৃত্তির টাকার বিল প্রতি আর্থিক বৎসরের শেষে অর্থাৎ ৩০শে জুনের মধ্যে ট্রেজারী হইতে উত্তোলন না করিলে তামাদি হইয়া যাইবে। এই চিঠি ২৯শে জুন স্কুল কর্তৃপক্ষ পাইয়া বিপাকে পড়িয়াছেন। ৩০শে জুন ছিল শুক্রবার। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষ বিল জমা দিতেও টাকা উত্তোলন করিতে পারে নাই। হিসাবরক্ষণ অফিস জানায়, কর্তৃপক্ষ এই বরাদ্দপত্রের মেয়াদ বাড়াইয়া নূতন সার্কুলার না দিলে টাকা দেওয়া যাইবে না। এই খবর পাইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী-দের মনে হতাশা দেখা দিয়াছে।